গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।
(www.dam.gov.bd)

নথি নং- ১২.০২.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.১২-২৫৮ তারিখঃ ১৮/১২/২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ **কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নভেম্বর, ২০১৬ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নভেম্বর, ২০১৬ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নির্দেশক্রমে নিম্নরুপ কার্য ব্যবস্থার অনুরোধসহ এতদসংগে প্রেরণ করা হলো ।

১. **কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন** প্রেরণ নিশ্চিত করবেন ; যাতে পরবর্তী সমন্বয় সভার কার্যপত্রে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উল্লেখ করা যায়।

২. **ডিসেম্বর,** ২০১৬ মাসের সমন্বয় সভার **কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ কোন আলোচ্য সূচীর প্রস্তাব থাকলে সংশ্লিষ্ট সকলকে তা আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬** তারিখের মধ্যে আরইটিসি শাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

স্বাক্ষরিত/-
(তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান)
সহকারী পরিচালক (প্রঃ ও সঃ)
বিকল্প কর্মকর্তা।

বিতরণ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নভেম্বর, ২০১৬ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ মাহবুব আহমেদ
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
তারিখ : ২৭ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ।
সময় : দুপুর ১২:০০ ঘটিকা।
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'খ'-তে দেখানো হলো ।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১.	গত ৭/১০/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।	গত ২৭/১০/২০১৬ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী-তে কোন সংশোধনী না থাকায় নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়। **সিদ্ধান্ত-১**: ২৭/১০/২০১৬ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।	**বাস্তবায়নঃ** প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা।
২.	বাজার দর পর্যালোচনাঃ	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) বাজার মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে সভায় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন (পরিশিস্ট-'ক')। ০৭টি বিভাগের নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার দর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, লবণ ও রসুনের বাজারদর কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চাউল ও আটার দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এ প্রসংগে আলোচনান্তে মহাপরিচালক বাজারদর সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের আরও যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ দেন। তাছাড়া তিনি বাজারদর স্হিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে ডিএমও/ডিএমআইগণ কর্তৃক চাউলের মিলারদের স্টক এর বিষয়ে জেলা প্রশাসক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক-এর সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন। আলোচনায় মহাপরিচালক বলেন যে, উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে কোন্ ফসলের দাম কখন বাড়ছে বা কমছে তার তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনাক্রমে মাঠ পর্যায় হতে বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শসহ প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন যা পরবর্তীতে সরকারকে অবহিত করা যেতে পারে। অতপরঃ বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: বাজার দর স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং ডিএমও/ডিএমআইগণ চাউলের মিলার ও ব্যবসায়ীদের সংগে মতবিনিময় পূর্বক চাউলের বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল) ডিএমও/ডিএমআই (সকল)
		সিদ্ধান্ত-২: সময়ের ভিত্তিতে ফসলের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মাঠ পর্যায় থেকে সঠিক সময়ে প্রতিবেদন আকারে মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল) ডিএমও/ডিএমআই (সকল)

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
৩.	৩.১: বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান শাখাঃ	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) সভায় জানান, ঢাকা মহানগরীর সুপারসপ সমূহের তালিকা সংকলনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। এ প্রসংগে আলোচনায় মহাপরিচালক সুপারসপ ওনার্স এসোসিয়েশনের কাছ থেকে সুপারসপসমূহের নামসহ outlet-এর সংখ্যা সংগ্রহের বিষয়ে পরামর্শ দেন। সিটি কর্পোরেশনের বোর্ডসমূহে অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্য লিখনের বিষয়ে উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা জানান যে, প্রধান রাজস্ব কমর্কর্তা, সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ এর সাথে আলোচনা হয়েছে এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে বোর্ডে যৌক্তিকমূল্য লিখনের বিষয়ে পূনঃ যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত বোর্ডসমূহে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও নির্দ্ধারিত যৌক্তিক মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে লিখনের বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের সিআরও’র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং এতদ্‌বিষয়ে তাগিদ পত্র প্রদান করা।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। ঢাকা বিভাগীয় উপ-পরিচালক।
		সিদ্ধান্ত-২: সুপারসপসমূহের সাথে যোগাযোগ করে ঢাকা ভিত্তিক সুপারসপ-এর বিস্তারিত তথ্যসহ তালিকা প্রস্তুত করে মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক ঢাক বিভাগ, ঢাকা। সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা,ঢাকা। ডিএমও, ঢাকা জেলা,ঢাকা।
	৩.২: জেলা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের খুচরা বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) সভায় জানান যে, বাজার মনিটরিং টিমের একটি টিম বাজার পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করেছে। এ প্রসংগে মহাপরিচালক ঢাকা মহানগরীর নির্দিষ্টকৃত বাজারসমূহে যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নে প্রত্যেক টিমের বাজার মনিটরিং অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) সভায় অবহিত করেন যে, খাদ্যে কেমিক্যাল ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে প্রত্যেক জেলায় জনসচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী কোল্ড স্টোরেজ ও গুদাম তদারকি করা হচ্ছে এবং জেলার গুরুত্বপূর্ন বাজারগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: পূর্ব নির্দেশনানুযায়ী বাজার মনিটরিং টিমের প্রত্যেক টিম কর্তৃক যৌক্তিকমূল্য বাস্তবায়ন বিষয়ে বাজার মনিটরিং অব্যাহত থাকবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। মার্কেট মনিটরিং এর জন্য গঠিত কমিটির সকল কর্মকর্তা।
		সিদ্ধান্ত-২: খাদ্যে কেমিক্যাল ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে প্রত্যেক জেলার বাজারসমূহে এতদসংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ এবং প্যানাবোর্ড স্থাপন এর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাজার পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্টের তথ্য প্রত্যেক মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		হবে।	
		সিদ্ধান্ত-৩: জেলার কোল্ড ষ্টোরেজ, গুদাম ও বাজারসমূহে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)
		সিদ্ধান্ত-৪: পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিএমও/ডিএমআইগণ কর্তৃক প্রেরিত বাজার মুল্য যৌক্তিক মূল্যের সাথে সামাঞ্জস্য আছে কিনা তাঁর তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন আকারে প্রত্যেক মাসে মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন অব্যাহত থাকবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
	৩.৩: দেশে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণ পূর্বক বাজারজাতকরণে বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) দেশে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত সবজি ও ফলমুল প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্যাকিজিং এর গুরুত্ব সর্ম্পকে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, কৃষি পণ্যের Value addition এর জন্য প্যাকেজিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আকর্ষনীয় প্যাকেজিং ক্রেতা সাধারণকে সচরাচর আকৃষ্ট করে এবং ক্রয় বিক্রয় অধিকতর সহজ হয়। কিন্তু সবজি বা ফলমূলের জন্য দেশে কোন Standard Packaging Manulal নেই । এ বিষয়ে একটি গাইড লাইন থাকা বাঞ্চনীয় বলে তিনি মনে করেন এবং অত্র অধিদপ্তর এতদ্‌সংক্রান্ত একটি Booklet প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে বলে অভিমত দেন। সভায় মহাপরিচালক প্যাকেজিং এর বিষয়ে একটি Booklet তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন এবং Write up কি হতে পারে তার একটি গাইড লাইন তৈরীর জন্য উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) কে নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া সভায়, দেশে উৎপাদিত সবজি বাজারজাতকরণে নিলাম প্রক্রিয়া চালু করণে বিস্তারিত আলোচনায় ডিএমও/ডিএমআইগণের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে গাইড লাইন প্রস্তুতের বিষয়ে সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াকরণ পূর্বক বাজারজাতকরণে প্যাকেজিং এর বিষয়ে একটি Booklet প্রস্তুতের লক্ষ্যে গাইড লাইন তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-২: নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সবজি বাজারজাতকরণে একটি গাইড লাইন প্রস্তুতের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি স্থানীয় বাজার সমিতি ও কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা ও মতামতের আলোকে একটি খসড়া গাইড লাইন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		আলোচনাঃ নতুন কোন আলোচ্য সূচী নেই।	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
৪.	গবেষণা শাখা		
		সিদ্ধান্ত-১ প্রধান প্রধান পণ্যের Cost of Production, Price Spread, Supply Chain Development, Market Linkage ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণমুলক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনে কোন অগ্রগতি নেই।	প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন)
৫.	আরইটিসি শাখা	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (আরইটিসি) সভায় জানান, প্রজ্ঞাপিত বাজার ঘোষণার জন্য ৩২টি বাজারের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা গেজেট আকারে প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরও জানান, ইতোমধ্যে ৩(তিন) টি বাজারের প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে এবং সন্তোষজনক সংখ্যায় প্রস্তাব প্রাপ্ত হলেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। উপ-পরিচালক (আরইটিসি) সভায় অবহিত করেন যে, বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নভেম্বর/২০১৬ মাসে ফুল ব্যবসায়ী ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আয়োজিত "ফুল বিপণনে দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। উপ-পরিচালক (আরইটিসি) সভায় জানান, সদর দপ্তর হতে গত ২২/০৯/২০১৫ তারিখের ১০৬ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক ডাটাবেজ প্রস্তুতের লক্ষ্যে জেলা সমূহে বন্ধ লাইসেন্স বাতিল পূর্বক চালু লাইসেন্স এর তালিকা প্রণয়ন করে হার্ডকপিসহ সফট্‌কপি প্রেরণের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি জেলার তালিকার হার্ডকপি ব্যাতীত অন্য জেলা সমূহ হতে এখনও কোন তালিকা পাওয়া যায়নি বিধায় ডাটাবেজ প্রস্তুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই জেলা সমূহ হতে হার্ডকপিসহ সফট্‌কপি প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণদের অনুরোধ জানান । তাছাড়া বন্ধ লাইসেন্সসমূহ বাতিল না হওয়ার জেলা সমূহ অডিট আপত্তির সম্মূখিন হচ্ছেন বলেও মাঠ পর্যায় হতে জানা যাচ্ছে বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: জেলা পর্যায়ে বন্ধ লাইসেন্সসমূহ বাতিলপূর্বক চালু লাইসেন্সের তালিকা প্রণয়ন করতঃ তালিকার হার্ডকপিসহ সফট্‌কপি সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং সদর দপ্তরে পত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সেকশনেরা "দৃষ্টি আকর্ষণ" উল্লেখ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-২: অধিদপ্তরের আইন অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রত্যেক মাসে আবশ্যিকভাবে প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি) এবং বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-৩: ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে জেলা ও বাজার ভিত্তিক কৃষিপণ্যের মধ্যস্থকারবারীর তথ্য সংগ্রহ পূর্বক তালিকার হার্ডকপিসহ সফটকপি সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
৬.	নীতি ও পরিকল্পনা শাখা	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (পিপি) সভায় জানান, প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডির রিপোর্ট-এর জন্য ইতোমধ্যে কমিটি'র আহবায়কের নিকট অনুরোধ করা হয়েছে। রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ডিপিপি-তে সন্নিবেশ করে মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হবে। APSU কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রাথমিক প্রকল্পের তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ADP-এর সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক DDP প্রস্তুত পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। নীতি ও পরিকল্পনা শাখার কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি মহোদয় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সংযোগ ও মূল্য সংযোজন সহায়ক শীর্ষক প্রকল্পের জন্য গঠিত কমিটিকে অনুরোধ করে দ্রুত ফিজিবিলিটি স্টাডির রিপোর্ট সংগ্রহ করে তদানুযায়ী আগামী ১ মাসের মধ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	আহবায়ক, ফিজিবিলিটি স্টাডি টিম ও উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
		সিদ্ধান্ত-২: APSU কর্তৃক নির্বাচিত প্রাথমিক প্রকল্পের তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে DPP- প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নীতি ও পরিকল্পনা শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
৭.	শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক(শস্য গুদাম) বলেন যে, ৩৫টি বন্ধ গুদাম ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। শগঋক শাখার কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি মহোদয় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: ৩৫টি বন্ধ গুদাম ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে ।	উপ-পরিচালক (শগঋক)
		সিদ্ধান্ত-২: মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয়ের পুরাতন মালামাল বিক্রয়ে দুত নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে জেলা মার্কেটিং অফিসে স্থানান্তর করতে হবে ।	উপ-পরিচালক (শগঋক)
৮.	অনিষ্পন্ন বিষয়াদির তালিকা, অডিট আপত্তি এবং পেনশন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন	**আলোচনাঃ** অনিষ্পন্ন বিষয়াদির তালিকা, অডিট আপত্তি এবং পেনশন সংক্রান্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের অডিট আপত্তির বিষয়ে আলোচনা হয় । এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে হিসাব শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং অধিদপ্তরের সকল অডিট আপত্তিসমূহ দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পন্নের পরামর্শ দেন । বিস্তারিত আলোচনার পর এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের যেসব শাখায় অনিস্পন্ন বিষয়াদি রয়েছে তা দ্রুত নিস্পন্ন করতে হবে এবং প্রত্যেক মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে প্রত্যেক শাখা প্রধান এ বিষয়ে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা।

পণ্যের গ্রেডিং মূল্য বৃদ্ধি ও বিপণনে সহায়ক

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		সিদ্ধান্ত-২: অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হিসাব শাখার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বিভিন্ন জেলার অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।	হিসাব শাখা।
		সিদ্ধান্ত-৩: অভ্যন্তরীণ অডিট টিমদ্বয় নিয়মিতভাবে প্রমাপ অনুযায়ী জেলা অফিসসমূহের অডিট কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	অডিট টিম।
৯.	ICT শাখা	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, প্রত্যেক জেলা হতে তথ্য আদান-প্রদানে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যেসকল জেলায় কম্পিউটারের সমস্যা রয়েছে সেসব জেলা হতে তথ্য আদান-প্রদানে কিছু বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। উপ-পরিচালক (আরইটিসি) যেসব জেলায় কম্পিউটারের সমস্যা রয়েছে সেসব জেলায় নতুন কম্পিউটার সরবরাহের জন্য সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ই-ফাইলিং ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ICT শাখার কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনার পর সভাপতি মহোদয় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: আইসিটি সেল-এর গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সকল জেলায় কম্পিউটারের সমস্যা রয়েছে সে সকল জেলায় নতুন কম্পিউটার ক্রয় পূর্বক সরবরাহ করতে হবে।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
		সিদ্ধান্ত-২: অধিদপ্তরের Band With Speed কম থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারে গতিশীলতা হ্রাস পাওয়ায় বিদ্যমান Band With Speed 5 mbps-এর স্থলে 15 mbps-এ উত্তীর্ণ করণের লক্ষ্যে বিটিসিএল-কে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।	আইসিটি শাখা। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-৩: ৩০ডিসেম্বর/২০১৬ খ্রিঃ’র মধ্যে আবশ্যিকভাবে ই-ফাইলিং-এর কার্যক্রম শুরু করতে হবে। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি) আইসিটি শাখা।
১০.	অফিসে সময়মত উপস্থিতি	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতিরি বিষয়টি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। এ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতিরি বিষয়টি শাখা প্রধানগণ দৈনিক হাজিরা খাতা তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন এবং তাঁর অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর Movement- কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন।	শাখা প্রধান (সকল)। প্রশাসন শাখা।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১১.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অকেজো অব্যবহৃত আসবাবপত্রের তালিকা প্রণয়ন ।	**আলোচনাঃ** সভায় সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জানায় যে , পুরাতন, অব্যবহৃত ও অকেজো আসবাবপত্র এবং কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদির ইনভেন্টরী প্রায় সমাপ্তির পথে। গত ২৩/১১/২০১৬ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অকেজো, অব্যবহৃত আসবাবপত্রের তালিকা প্রণয়ন এবং Disposal-এর বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: পুরাতন, অব্যবহৃত ও অকেজো আসবাবপত্র এবং কম্পিউটারসহ অন্যান্য Electronic সামগ্রী Disposal-এর লক্ষ্যে গঠিত কমিটিসমুহের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পরবর্তী সভার পূর্বে মহাপরিচালক বরাবর দাখিল করতে হবে।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)।
১২.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সাথে সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক এবং প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালকদের মধ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন সমঝোতা স্মারক।	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের APA-চুক্তি অনুযায়ী ইতোমধ্যে সকল বিভাগ ও প্রকল্প হতে ১ম কিস্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যসম্পাদনের জন্য সকলকে অবহিত করা হয়েছে। APA-চুক্তি অনুযায়ী সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইতোমধ্যে ৩৭ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের APA-চুক্তির বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	APA বাস্তবায়ন কমিটি।
		সিদ্ধান্ত-১: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের APA-চুক্তি অনুযায়ী সকল বিভাগের উপ-পরিচালকগণ তাঁদের স্ব-স্ব সূচকের আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যাদি সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
		সিদ্ধান্ত-২: APA-চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য সদর দপ্তরে প্রণীত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
১৩.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে SDG বিষয়ে সচেতনতা, সম্যক ধারণা লাভ এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, SDG এর অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নসহ APA- লক্ষ্যমাত্রায় সেগুলো অন্তর্ভূক্তকরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়া যাযনি। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে এসডিজি বিষয়ে সচেতনতা, সম্যক ধারণা লাভ এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।	
		সিদ্ধান্ত-: সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে SDG এর বিষয়ে জ্ঞানভিত্তিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসডিজি-এর ১৭টি অভীষ্ট (Goals) এবং অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্য (Targets) হতে বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট এবং লক্ষ্যসমূহ সনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমুহ নির্ধারণ এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় তার প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস নিতে হবে। এ বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের APA-ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয়কের মূল দায়িত্ব পালন করবেন।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। APA-ফোকাল পয়েন্ট।
১৪.	শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিস্পত্তি।	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: Action Plan এবং Guideline অনুযায়ী অভিযোগ পাওয়া মাত্রই শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কমিটি।
		সিদ্ধান্ত-২: Action Plan এবং Guideline অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কমিটি।
		সিদ্ধান্ত-৩: শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কমিটি।
১৫.	তথ্য অধিকার আইন।	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, Voluntary Disclosure বিষয়ক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয় ও তথ্য কমিশনে পাঠানো হচ্ছে এবং অধিক পরিমাণ তথ্য অবমুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। অক্টোবর/২০১৬ মাসে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিত ০২ (দুই) টি তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তবে এসকল তথ্যাদি প্রাপ্তির জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেননি। আলোচনান্তে সভাপতি মহোদয় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: Voluntary Disclosure বিষয়ক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে। অধিক পরিমাণ তথ্য অবমুক্ত করার বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কমিটি। ২। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-২: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কমিটি।
		সিদ্ধান্ত৩: তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত আবেদন ফরম ব্যবহার এবং এতদসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কমিটি।
১৬.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬ প্রকাশ।	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, ১৫ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনটি এডিটিং পূর্বক ছাপানোর জন্য প্রেসে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-: ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬'র মধ্যে চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ কমিটি।
১৭.	সেন্ট্রাল মার্কেট পরিচালনা	**আলোচনাঃ** বিভাগীয় উপ-পরিচালক, ঢাকা ও সদস্য-সচিব, সেন্ট্রাল মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটি সভায় সেন্ট্রাল মার্কেটে গাবতলী, ঢাকা-এর হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সভায় সেন্ট্রাল মার্কেটের এ পর্যন্ত মোট আয়, ব্যায়, স্থিতি, এফডিআর ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		সিদ্ধান্ত-১: যেসকল স্পেস এখনও বরাদ্দ প্রদান করা যায়নি সেসকল স্পেস দ্রুত বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে টেন্ডার সম্পন্ন করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক ঢাকা।
		সিদ্ধান্ত-২: রিফার-ভ্যানসমূহের কুলিং সিস্টেমসহ যাবতীয় মেরামত-অন্তে দ্রুত ভাড়া প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি ও সুপারসপসমূহকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক ঢাকা।
		সিদ্ধান্ত-৩: সেন্ট্রাল মার্কেটটিকে একটি আধুনিক কৃষিপণ্য বিপণন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে পূর্নাঙ্গভাবে চালু করণের উদ্যোগ নিতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক ঢাকা।
১৮.	এনসিডিপি মার্কেট ব্যবস্থাপনা	**আলোচনাঃ** এনসিডিপি মার্কেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: এনসিডিপি মার্কেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) আগামী সভায় হালনাগাদ তথ্যাদি উপস্থাপন করবেন।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)
১৯.	ইনোভেশন টিম	**আলোচনাঃ** ''ইনোভেশন'' কার্যক্রম বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক ব্যবস্থা যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সরাসরি তত্বাবধান করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি, মেনটর নিয়োগ ও তাদের কার্যপরিধি এবং ইনোভেশন সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ-এর বিষয়ে সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: ডিএমও/ডিএমআইগণদের কাছ থেকে উদ্ভাবন সংস্কৃতি বিকাশ এবং উদ্ভাবিত উদ্ভাবনমূলক আইডিয়াসমূহ নিতে হবে।	ইনোভেশন টিম।
		সিদ্ধান্ত-২: ইনোভেশন টিম কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর উদ্ভাবনী প্রস্তাব প্রণয়ন, মেনটরদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন।	ইনোভেশন কর্মকর্তা।
		সিদ্ধান্ত-৩: ইনোভেশন টিমের মেনটরবৃন্দ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবন সংস্কৃতি বিকাশ এবং উদ্ভাবিত উদ্ভাবনমূলক আইডিয়াসমূহ পরিবীক্ষণ ও এতদসংগে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করবেন।	ইনোভেশন টিম।
		সিদ্ধান্ত-৪: উদ্ভাবিত আইডিয়াসমূহ-কে অধিদপ্তরের সেবাগ্রহীতাসহ সকলের জন্য আরো আকর্ষণীয় ও বৃহৎ পরিসরে সম্প্রসারণের উপযোগী করে প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন।	ইনোভেশন টিম।
		সিদ্ধান্ত-৫: ইনোভেশন টিম ও ইনোভেশন টিমের মেনটরবৃন্দ মাসিক ভিত্তিতে সভা করে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি) ইনোভেশন টিম।
		সিদ্ধান্ত-৬: ডিসেম্বর/২০১৬ এর মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণ ও মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন এবং জানুয়ারী/২০১৭ মধ্যে পরবর্তী	চিফ ইনোভেশন অফিসার

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		বছরের কর্মপরিকল্পণা উপস্হাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।	(সিআইও)
২০.	বিবিধ	**আলোচনাঃ** সভায় উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) জানান যে, লবন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। কিন্তু লবনের উৎপাদন খরচ অনুযায়ী বর্তমানে খুচরা বাজার পর্যায়ে লবনের উচ্চমূল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন যে, চট্টগ্রাম বিভাগে বেশীরভাগ লবনের উৎপাদন এলাকা বিস্তৃত এবং উৎপাদন এলাকাসমূহে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করে লবনের প্রকৃত উৎপাদন খরচ নির্ণয় পূর্বক লবণের মূল্য সহনশীল পর্যায়ে আনয়নের লক্ষ্যে যৌক্তিক বাজারমূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে তিনি লবন চাষী ও ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভারও পরামর্শ দেন। এ প্রসংগে মহাপরিচালক চট্টগ্রাম বিভাগের উপ-পরিচালক এর দৃষ্টি আকর্ষন করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: লবণের মূল্য সহনশীল পর্যায়ে আনয়ন ও যৌক্তিক বাজারমূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে লবণের উৎপাদন খরচ নির্ণয়পূর্বক লবনচাষী ও ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করতঃ এতদ্বিষয়ে ফলাফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক, চট্রগাম বিভাগ ও জেলা বাজার কর্মকর্তা, চট্রগ্রাম।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মাহবুব আহমেদ)
মহাপরিচালক
E-mail: dg@dam.gov.bd